তারিখ 28 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

দৈনিক খবর 034

28 JAN 1988

সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী প্রসঙ্গে

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। বর্তমান সরকার এই সত্যকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যমগুলো উন্নয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে লাইব্রেরীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এদিকে সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ জনমনে আশার সঞ্চার করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'পাবলিক লাইব্রেরী অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তরের আওতায় 'বাংলাদেশ পরিষদ'-কে রূপান্তরিত করা হয়েছে জেলা সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীতে। অনতি বিলম্বে উপজেলা পর্যায়েও সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সুধীজনের প্রত্যাশা। বেসরকারীভাবে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বছরে অনুদান হিসেবেও ব্যয় করা হচ্ছে যথেষ্ট অর্থ। ১৯৮৬-৮৭ সালে এই খাতে ব্যয় হয়েছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের দায়িত্ব 'পাবলিক লাইব্রেরী অধিদপ্তরের'। এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বাস্তব দৃষ্টিভংগি তথা সঠিক পদক্ষেপই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। অথচ অত্যন্ত দুঃখের সংগে আমরা লক্ষ্য করছি যে, সরকারী প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যেখানে জন কল্যাণকল্পে মহকুমাগুলোকে উন্নীত করা হলো জেলা পর্যায়ে, নবগঠিত জেলাসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করে জেলা পর্যায়ের অফিসার সকল বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে— সে ক্ষেত্রে লাইব্রেরী অধিদপ্তরের কোন চিন্তা চেতনা আছে বলে অনুভূত হচ্ছে না। জনগণের যেখানে দৃঢ় আশা জেলা পর্যায়ের লাইব্রেরীগুলোকে দ্রুত উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে উপজেলা পর্যায়ে ইহা প্রসারিত করা হবে, সেক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ অদ্যাবধি নবগঠিত জেলাসমূহের 'সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী' গুলোকে পুরানো জেলাসমূহের মর্যাদায় উন্নীত করার কোন পদক্ষেপই নেননি। পুরানো জেলাসমূহের যেখানে সহকারী লাইব্রেরীয়ান, নতুন জেলায় যেখানে জুনিয়র লাইব্রেরীয়ান, যিনি একজন মহকুমা পর্যায়ের লাইব্রেরিয়ান হওয়ার যোগ্য। পুরনো জেলায় ৪ জন কর্মচারী, আর নতুন জেলায় ৩ জন। পদ বিবেচনায় বেতন বৈষম্যও অনেক। এমতাবস্থায় জেলাসমূহে বাঞ্ছিত ফল লাভের আশা অমূলক। এ ছাড়াও ১৯৮২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে 'বাংলাদেশ পরিষদ' সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীতে 'রূপান্তরিত হওয়ার পর যে সব কর্মচারী কর্মরত বিধায় আত্মীকৃত হয়েছেন, তাদের সেপ্টেম্বর '৮২-এর পূর্বেকার চাকরি কালকে হিসেবেই ধরা হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে অনেকেই দীর্ঘকাল চাকরিরত থেকেও সরকারী বিধানানুযায়ী দেয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে অবসর গ্রহণ করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে পথে দাঁড়াচ্ছেন, কেউবা তাদের জীবনের 'মূল্যবান সময়টি' 'ভূতের বেগার' খেটে আর্থিক ও চাকরি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানসিক দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। এসব অধিকার বঞ্চিত কর্মচারীদের নিকট থেকে উত্তম ফল আশা করা কি সঠিক চিন্তার প্রমাণ? সুধীমনে তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে— এ অব্যবস্থার জন্য দায়ী কে? সরকার না অধিদপ্তর? সরকারতো অধিদপ্তর সৃষ্টি করেছেন— এই বিভাগটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিচালনার জন্য। অধিদপ্তর যদি সঠিক চিন্তা চেতনার দ্বারা সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে বিভাগটিকে সুন্দরভাবে সাজাতে না পারেন তবে নতুন দপ্তরে বড় বড় দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ করে সরকারের এত টাকা ব্যয়ের সুফল কি?

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সরকারী দায়িত্বশীল মহলের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, নতুন জেলায় প্রতিষ্ঠিত 'সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী'গুলোকে যথার্থভাবে জেলার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে ও এর সমস্যাবলী দূর করে অচিরে এর সঠিক উন্নয়ন বিধানের দ্বারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবেন এবং যথা শীঘ্র সম্ভব এ বিভাগটিকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে জনগণের আরো কাছে পৌঁছে দেবেন।

ই. আলী
জুনিয়র লাইব্রেরীয়ান,
জেলা সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী
বাগেরহাট।